भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या
Class No. 182.Nd

पुस्तक संख्या
Book No. 852.1

रा० पु०/N. L. 38.
MGIP Sant.—45 NL (Spl/69)—4-8-69—1,00,000.

182. Nd. 852. 1.
182 N. 33
(10)

ছন্দাবলী।

অর্থাৎ

নানা বিধ ছন্দ সংগৃহীত কবিতা।

ইদানীং

RARE BOOK

শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র দেবের অনুমত্যানুসারে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

NATIONAL LIBRARY
No. 4498
DATE 14.4.1909
CALCUTTA

ENTALLY:

PRINTED AT THE TYPOGRAPHIC PRESS.

1852.

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
শিব বিবাহের মন্ত্রণা	১
শিব বিবাহের সম্বন্ধ	ঐ
শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম	৩
রতি বিলাপ	৫
রতির প্রতি দৈববাণী	৬
শিব বিবাহ যাত্রা	৭
শিব বিবাহ	৯
কন্দল ও শিবনিন্দা	১০
শিবের মোহন বেশ	১২
সিদ্ধি ঘোটন	১৩
সিদ্ধি ভক্ষণ	১৪
হর গৌরীর কথোপকথন	১৬
রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন	১৭
মালিনীর বেসাতির হিসাব	১৮
বিদ্যার রূপ বর্ণন	১৯
ত্রিপদী	২১
পয়ার	২৩
ত্রিপদী	২৫
উৎকৃষ্ট স্থানের বিষয়	২৮
ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক গীত	২৯
বহুরূপির গল্প	৩০
বার মাস বর্ণন	৩৪

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

পয়ার।

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর। মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর ॥ ত্রিদিবে প্রধান দেব দেব দেব শিব। শিব হৈলা শক্তি হীন কেবা কি করিব ॥ নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব। মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ॥ হইল আকাশ বাণী সকলে শুনিলা। মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা ॥ উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তাঁর। বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার ॥ তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ। তবে সে শর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ ॥ আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবির উদ্দেশ। নারদেরে ডাকিয়া কহিলা ঋষিকেশ ॥ ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও। উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥ একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ। শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥ জনকের জননির দেখিব চরণ। আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥ মাজিয়া বীনার তার মিশাইয়া তান। ভারতের অভিমত গৌরী গুণ গান ॥

শিব বিবাহের সম্বন্ধ।

পয়ার।

এ রূপে নারদ মুনি বীনা বাজাইয়া। উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥ দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে। চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে ॥ মৃত্তিকার হর গৌরী

পুত্তলি গড়িয়া। সহচরিগণ মেলি দিতেছেন বিয়া। দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার। এ কি কৈল মহামায়া মায়া অবতার॥ দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম। আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥ অভিষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে। নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভৎসনে॥ শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়। আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥ অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে। দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥ মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে। তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥ আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি। ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥ নাতি জ্ঞানে বুড়া বলি হাঁসিছ আমারে। পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাব তোমারে॥ আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাঁত। ঘটক তাহার আমি জানিবা পশ্চাত॥ বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে। কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥ আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে। ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে॥ সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া। ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুত্তলের বিয়া॥ কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন। প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥ নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে। কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥ দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান। বাজাইয়া নাচিয়া ২ করে গাণ॥ ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া। দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া॥ শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ। সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ॥ হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে। সিংহাসনে বসাইলা পদ ধূলি লয়ে॥ নারদ কহেন শুন ২ হিমালয়।

কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়।। এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে। অখিল ভুবন মাতা জানিতে কে পারে।। বিবাহ কাহাকে দিবা ভাবিয়াছ কিবা। শিব পতি ইহাঁর২ নাম শিবা।। হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে। ভবানী হবেন উমা পার পাব ভবে।। নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি। জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি।। হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়। লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়।। আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিলা ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর।।

শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম।

লঘু ত্রিপদী।

শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্ব্বন্ধ, আইলা নারদ মুনি। কমল লোচন, আদি দেবগণ, পরম আনন্দ শুনি।। সকলে মিলিয়া, শিব কাছে গিয়া, বিস্তর করিলা স্তব। নাহি ভাঙ্গে ধ্যান, দেখি চিন্তাবান, হইলা বিধি কেশব।। মন্ত্রণা করিয়া, মদনে ডাকিয়া, সুরপতি দিলা পান। সম্মোহন বাণ, করিয়া সন্ধান, শিবের ভাঙ্গই ধ্যান।। ইন্দ্রের আজ্ঞায়, রতিপতি ধায়, পুষ্পাশরাশন হাতে। সমুখে সামন্ত, ধাইল বসন্ত, কোকিল ভ্রমর সাতে।। মলয় পবন, বহে ঘন ঘন, শীতল সুগন্ধ মন্দ। তরুলতাগণ ফুলে সুশোভন, জগতে লাগিল ধন্দ।। যত দেবগণ, হৈল অদর্শণ, হরের ক্রোধের ভয়। পূর্ব্ব নিয়োজন, নিকট মরণ, মদন সমুখে রয়।। আকর্ণ পূরিয়া, সন্ধান করিয়া, সম্মোহন বাণ লয়ে। ভূমে হাঁটু পাড়ি, দিল বাণ ছাড়ি, অনলে পতঙ্গ হয়ে।। কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান, যে করে কামের

শর। সিহরিল অঙ্গ, ধ্যান হৈল ভঙ্গ, নয়ন মেলিলা হর॥ কামশরে ত্রস্ত, নারী লাগিব্যাস্ত, নেহালেন চারি পাশে। সমুখে মদন, হাতে শরাসন, মুচ্কি ২ হাঁসে॥ দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হৈল হরে, অটল অচল টলে। ললাট লোচন, হৈতে হুতাশন, ধক ৩ জ্বলে॥ মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়, ত্রিভুবন পরকাশি। চৌদিকে বেড়িয়া, মদনে পুড়িয়া, করিল ভস্মের রাশি॥ মরিল মদন, তবু পঞ্চানন, মোহিত তাহার বাণে। বিকল হইয়া, নারী তপাসিয়া, ফিরেণ সকল স্থানে॥ কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর, কিন্নরী দেবী সকল। যায় পলাইয়া, পশ্চাত তাড়িয়া, ফিরেণ শিব চঞ্চল॥ মনে মনে হাঁসি, হেন কালে আসি, নারদ হৈলা সমুখ। নারদে দেখিয়া, সলজ্জ হইয়া, হর হৈলা হেঁটমুখ॥ খুড়া খুড়া কয়ে, দণ্ডবৎ হয়ে, কহিছে নারদ হাঁসি। দক্ষ গৃহ ছাড়ি, হেমন্তের বাড়ি, জনমিলা সতি আসি॥ বিবাহ করিয়া, তাঁহারে লইয়া, আনন্দে কর বিহার। শুনি শিব কন, ওরে বাছাধন, ঘটক হও তাহার॥ মুনি কহে দ্রুত, সকলি প্রস্তুত, বর হয়ে কবে যাবা। কহেন শঙ্কর, বিলম্ব না কর, আজি চল মোর বাবা॥ শুনি মুনি কয়, এমন কি হয়, সর্ব্বদেব গণে কহ। প্রায় হয়ে বুড়া, ভুলিয়াছ খুড়া, দিন দুই স্থির রহ॥ শান্ত হৈলা হর, যতেক অমর, এলো যথা পশুপতি। কামের মরণ, করিয়া শ্রবণ, কান্দিয়া আইলা রতি॥ কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্রপ্রায়, অশেষ গুণ সাগর। তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত, কবি রায় গুণাকর॥

রতি বিলাপ।

দির্ঘ ত্রিপদী।

পতি শোকে, রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে। কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে, কাম অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে॥ আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস, সংসার পূরিল হাহাকার। কোথা গেলা প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ, তোমা বিনা সকলি আঁধার॥ তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি, দুই অঙ্গ একই পরাণ। প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা নারহিল, পিরীতির এ নহে বিধান॥ যথা তথা যেতে প্রভু, আমারে না ছাড়িতে কভু, এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা। মিছা প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া, এখন বুঝিনু মিছা খেলা॥ না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন, না শুনিব সে মধুর বাণী। আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি, এত দিন ইহা নাহি জানি॥ আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই। হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান, এখন দেখিতে আর নাই॥ শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম, বামদেব আমার কপালে। যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তার দৃষ্টে প্রভু মরে, এমন না দেখি কোন কালে॥ শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে, না জানি বাড়িল কিবা গুণ। একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন॥ অনলে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল গালি, মদন মরিলে মৈল রতি। এ দুঃখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর, মরিলেহ নাহি অব্যাহতি॥ ওরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান, আগে যারে পথ দেখাইয়া।

চরণে রাজিবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহরে বহিয়া ।। ওরে রে মলয়া বাত, তোরে হউক বজ্রাঘাত, মরে যারে ভ্রমরা কোকিলা। বসন্ত অল্পায়ু হও, বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও, প্রভুবধি সবে পলাইলা ।। কোথা গেলা সুররাজ, মোর মুণ্ডে হানি বাজ, সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম। অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি, আমি তাহে দেহ ঢালি, অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ।। বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত, কত তাপ তপনের তাপে। ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়, এই ফল বিরহির শাঁপে ।।

রতির প্রতি দৈববাণী।

পয়ার।

অগ্নি কুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়। হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায় ।। শুন রতি তনু ত্যাগ নাকর এখন। শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন ।। দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার। কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার ।। রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া। তাঁর গর্ব্ভে এই কাম জনমিবে গিয়া ।। শম্বর দানব বড় হইবে দুর্জ্জন। মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন ।। দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে। লুকাইয়া এই রূপ মায়াবতী নামে ।। কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন। জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন ।। শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়। মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয় ।। মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে। হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ।। মৎস্য গিলি-বেক তারে আহার বলিয়া। না মরিবে কাম ভবিতব্যের

লাগিয়া ।। সেই মৎস্য জালিয়া ধরিয়া লবে জালে । ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে ।। কুটিবারে সেই মৎস্য দিবেক তোমারে । তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে ।। পুত্রবৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ । মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত ।। শেষে তারে সম্মোহন আদি পঞ্চবান । শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান ।। শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে । কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে ।। শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া । নিবায় অনল কুণ্ড রোদন ত্যজিয়া ।। কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ । বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসী বেশ ।। শিবের বিবাহ সবে শুন অতঃপর । রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ।।

শিব বিবাহ যাত্রা ।

লঘু ত্রিপদী ।

শিবের বিবাহ, পরম উৎসাহ, সবে হৈলা যত্নবান । পরম সন্তোষে, দুন্দুভি নির্ঘোষে, ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান ।। নিজগণ লয়ে বর যাত্র হয়ে, চলিলা যত অমর । অপসর নাচিছে, কিন্নর গাইছে, পুলকিত মহেশ্বর ।। ব্রহ্মা পুরোহিত, চলিলা ত্বরিত, বরকর্ত্তা নারায়ন । ইন্দ্রের শাসনে, মরুত ভুবনে, চলে যত রাজগণ ।। কুবের ভাণ্ডারি, যক্ষগণ ভারি, নানা আয়োজন সাজি । বায়ু করি বল, আপনি অনল, হইলা আতস বাজি ।। নারদ রসিয়া, হাঁসিয়া হাঁসিয়া, সাজাইতে গেলা বর । বসি ছিলা হর, উঠিলা সত্বর, নারদ কহে তৎপর ।। জটাজুটে চুড়া, সাপে বান্ধ খুড়া, মকুটে কি দিবে শোভা । কি কাজ মুক্তায়, হাড়ের মালায়, কন্যার মা হবে লোভা ।। কস্তুরী কেশরে, চন্দ-

নে কি করে, ঘন করে মাথ ছাই। কি করে মণিতে, যে শোভা-ফণিতে, হেন বর কোথা পাই।। ফুলমালা যত, শোভা দিবে কত, যে শোভা মুণ্ডের মালে। কাপড়ে কি শোভা, জগমনঃ লোভা, যে শোভা বাঘেরছালে।। রথ হস্তী আর, কি কাজ তোমার, যে বুড়া বলদ আছে। তোমার যে গুণ, কব কোটি গুণ, আমি মেনকার কাছে।। অধিক করিয়া, সিদ্ধি মিশাইয়া, ধূতরা খাইতে হবে। যাবত বিবাহ, না হবে নির্ব্বাহ, উপবাস তবে সবে।। এরূপ করিয়া, বর সাজাইয়া, হর লয়ে মুনি যায়। প্রেত ভূতগণ, ধায় অগণন, আন্ধার কৈল ধূলায়।। ঝুপ ঝুপ ঝাপ, দুপ দুপ দাপ, লম্প ঝম্প দিয়া চলে। মহাভূম ধাম, হাঁকে হুম হাম, জয় মহাদেব বলে।। সহজে সবার, বিকট আকার, সহিতে না পারে আল। থাবায় থাবায়, মসাল নিবায়, আন্ধারে শোভিল ভাল।। করতালী দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া, হাঁসে হিহি হিহি হিহি। দন্ত কড়মড়ি, করে জড়াজড়ি, লক লক লক জিহি।। করে চড়াচড়ি, ধায় রড়ারড়ি, কিলাকিলি গণ্ডগোল। কেকারে আছাড়ে, কে কারে পাছাড়ে, কে মানে কাহার বোল।। তরু উপাড়িয়া, গিরি উখাড়িয়া, কৈল প্রলয়ের ঝড়। বরযাত্র গণ, লইয়া জীবন, পলাইল দিয়া রড়।। ইন্দ্রাদি পলায়, অন্য কেবা তায়, দেখিয়া আনন্দ হরে। আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি, গেলা হেমন্তের ঘরে।। হিমগিরি রাজ, করিয়া সমাজ, বসি পুরোহিত সাত। বলদে চড়িয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া, এলো বর ভূত-নাথ।। যত কন্যাযাত্র, দেখিয়া সুপাত্র বলে এ কেমন বর। বর-যাত্র গণে, দেখে ভয় মনে, না সরে কার উত্তর।। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্রপ্রায়, অশেষ গুণসাগর। তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত, কবি রায় গুণাকর।।

শিব বিবাহ।

পয়ার।

সভামাঝে হিমালয় পূর্ব্ব মুখ হয়ে। বসিয়াছে দান সজ্জা বাম দিগে লয়ে॥ উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন। পরস্পর শাস্ত্র কথা কহে ধীরগণ॥ হেন কালে বর আসি হৈল অধিষ্ঠান। সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥ বর দেখি হিমালয় হৈলা হত বুদ্ধি। ভূতগণে দেখিয়া উড়িল ভূতশুদ্ধি॥ কহিতে না পারে দক্ষ যজ্ঞ ভাবি মনে। ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥ ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া। গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥ বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম। তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥ কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত। হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥ কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ। কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥ হেঁট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা। বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥ স্মর হরবর বর পিত পুরহর। পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥ শিব গোত্র শম্ভু শর্ব্ব শঙ্কর প্রবর। শুনিয়া বিধিরে চাহি হাঁসিলেন হর॥ এ রূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা। স্ত্রিআচার করিবারে মেনকা আইলা॥ কেশব কৌতুকি বড় কৌতুক দেখিতে। নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥ গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া। শিবকটিবন্ধ সাপ দেহ খেদাইয়া॥ এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া। লইয়া নিছনী ডালা হুলাহুলি দিয়া॥ বরের সমুখে মাত্র মেনকা আইলা। পলাবার পথে গিয়া হরি দাঁড়াইলা॥ গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া। মাথা গুঁজে

যত সাপ যায় পলাইয়া ।। বাঘ ছাল খসিল উলঙ্গ হৈলা হর। এয়ো গণ বলে ও মা এ কেমন বর।। মেনকা দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙ্গটা। নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা।। নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই। মেদনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই।। দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায়। শিব ভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।। লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ। মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ।। শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও। কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও।। মেনকা নারদ বাক্যে রহে মনদুঃখে। পলাইতে গোবিন্দের পড়িলা সমুখে।। দশনে রসনা কাটী গুড়ি গুড়ি যায়। আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়।। ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়। হাত লাড়ি গলাতাড়ি ডাকছাড়ি কয়।। ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অপ্পেয়ে। হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।। বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরি রাজ। নারদার কথায় করিল হেন কাজ।। ভারত কহিছে আর কি আছে আটক। কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক।।

কন্দল ও শিবনিন্দা।

পয়ার।

কাঁন্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে। নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাঁসে।। কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী। আকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকী।। পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়। কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়।। সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র। দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দ-

লের মন্ত্র ॥ আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়ে গুলা মাথা কুঁড়ে তোরে রক্ত দিব ॥ বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া। এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া ॥ ঘূরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘূরুলে। সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাঁট এসো চলে ॥ এক ঠাঁই এতো মেয়ে দেখা নাহি যায়। দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় ২ ॥ নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল। পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥ এ বলে উহার সই ওটা বড় ঠেঁটা। আর জন বলে সই এই বটে সেটা ॥ যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা। আই মা লো চেয়েঁরৈল ফেলিয়া ঘোমটা ॥ সে বলে লো বটে বটে আমি বড়ো ঠেঁটা। গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা ॥ আর সই বলে থাক জানি লো উহারে। পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে ॥ ইহার হইয়া কহে উহার মকর। গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর ॥ চারি মুখা রাঙ্গাটা বরের ভাই হেন। তার দিকে তোর দিদী চেয়ে রৈল কেন ॥ সে বলে নাফানী আলো না জান আপনা। চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা ॥ এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি। ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি ॥ দাঁড়াইয়া পিঁড়ায় হাঁসেন পশুপতি। হেঁটমুখে মৃদু মন্দ হাঁসেন পার্ব্বতি ॥ হর২ বলিয়া ডাকিছে ভূত যত। হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত ॥ ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে। ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে ॥ আহা মরি ও মা উমা সোনার পুত্তল। বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল ॥ পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ। বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ ॥ আমার উমার দন্ত

মুকুতা গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন।। উমার বদন চাঁদে পরকাশে রেকা। বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁফ পাকা।। কিশোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন। ছাইমাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ।। উমার গলায় জাতী মালতীর মালা। বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা।। বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে। বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে।। উমার রতন কাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে। বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস ধরে।। নিছনি করিতে গেনু লয়ে তৈল কুড়। সাপে খেয়েছিল প্রায় বাঁচালে গরুড়।। আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাঁই আছে। কেমনে উলঙ্গ হৈল শাশুড়ির কাছে।। আলো নিবাইনু তবে দারুণ লজ্জায়। কপালে আগুন তার আলো করে তায়।। আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে। সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে।। বর যাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মুতে। ভাগ্য বলে এয়োগণে না পাইল ভূতে।। কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। দক্ষ যজ্ঞ মনে করি নিন্দহ শঙ্কর।।

শিবের মোহন বেশ।

পয়ার।

শিব নিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে। দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে।। যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়। এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়।। হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই। তাহে হয় শিব নিন্দা এ বড় বালাই।। কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ। কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ।। মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।

মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥ জটাজুট মুকুট দেখিলা ফণী মণি। বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী ॥ ছাই দিব চন্দন বদন কোটি চাঁদ। মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ ॥ হরগুণ বরগুণ হৈল একঠাঁই। মেনকা আনন্দে ঘরে লইল জামাই ॥ এই রূপে হর গৌরী বিবাহ হইল। হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল ॥ কুতুহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ। ঋষিগণ বেদগানে পুরিল ভুবন ॥ কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর। অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর ॥ উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস। বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস ॥ নিত্যসখী আসিয়া জয়া বিজয়া মিলিল। ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিদ্ধি ঘোটন।

পয়ার।

উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ। নন্দিরে কহেন কথা হাঁসি মৃদুমন্দ ॥ শুন২ ওরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত। সিদ্ধি ঘুঁটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥ এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই। বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই ॥ ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো। ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো ॥ নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই। আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই ॥ এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর। সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥ যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া। ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥ তদবধি

গৃহ শুন্য সিদ্ধি নাহি জানি । আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥ অল্প করি সিদ্ধি লহ মন লক্ষ বার। ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥ মহুরী মরীচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা। অধিক করিয়া দিয়া করহ রসলা ॥ দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘূরাও ঘোটনা। দুগ্ধ কুসুম্ভায় আজি হয়েছে বাসনা ॥ ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত। সকলে প্রসাদ পাবে ঘোট তারি মত ॥ শুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে। নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে ॥ বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া। ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈল কুঁড়া ॥ দুই হাতে ঘোটনা দুপায়ে কুঁড়া ধরি। ত্রিপুর মর্দ্দন নাম ঘনে২ স্মরি ॥ তাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক। ঘর্ঘর ঘূরান ঘোর ঘনঘন ডাক ॥ রাশি২ তাল২ পর্ব্বত প্রমাণ। গঙ্গাজলে ঘুলি কৈল সমুদ্র সমান ॥ সিদ্ধি ঘোটা হৈল হর হাঁসেন হরিষে। বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে ॥ হৈমবতী হাঁসিছেন বদনে অঞ্চল। ভারত কহিছে আর ছাকিয়া কিফল ॥

সিদ্ধি ভক্ষণ ।

পয়ার ।

সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়। বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥ সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন। বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ॥ অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্র ভাগ লয়ে। ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে ॥ ছোয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ। একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ ॥ হুঙ্কার ছাড়িয়া বৈসে মগণ হইয়া। আকুল হইলা

বড় নকুল লাগিয়া ॥ নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে। ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥ তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত। মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিত ॥ হাঁসিয়া কহেন হর ভাল মোর ভাই। বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥ অসঙ্খ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল। সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল ॥ শঙ্কর কহেন নন্দী সবারে ডাকাও। সকলে সিদ্ধির শেশ পরসাদ পাও ॥ সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত২। সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত ॥ আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা। নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা ॥ ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ। ওগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ ॥ এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী। জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥ আমরা নকল করি এমন কি আছে। তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে ॥ হাঁসিয়া কহেন দেবী আরে বাছা সব। তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব ॥ আই বলি যাহ যদি মোর মার ঠাঁই। যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই ॥ তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাইলে। ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে ॥ কে বলে মেলানীভারে নাহি আয়োজন। আন রেঁ মেলানীভার দেখিব কেমন ॥ মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ। পুরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন ॥ দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকল। খাইতে লাগিল সবে মহাকুতুহল ॥ জয়২ হর গৌরী বলিয়া২। নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া ॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

পয়ার।

আনন্দ সাগরে হর মগন হইলা। বিনয়ে দেবির প্রতি কহিতে লাগিলা॥ তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার। কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥ দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি। এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ি॥ ভাগ্যে সে তোমার দেখা পানু আরবার। সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥ হাঁসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই। শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥ অঙ্গে২ তোমার আমার অঙ্গে২। হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥ হাঁসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়। সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥ নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন। পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥ পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে। তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥ পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরে যায়। অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥ নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা। কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥ শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম। তোমার সহিত নহে এমন মরম॥ তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া। দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥ চক্রকরি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া। মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥ অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ তব পড়িল যেখানে। ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥ তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া। আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥ শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য-বদনে। সমভাব নহে এক হইব কেমনে॥ পাঁচ মুখ তো-

নাহি যায় ফল।। কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরে। যে টি কয় সে টি লয় নাহি লয় ফিরে।। দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান। আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান।। অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক। নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক।। দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদী পারে। আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে।। আটপণে আনিয়াছি কাট আট আটি। নষ্ট লোকে কাষ্ট বেচে তারে নাহি আঁটি।। খুন হয়ে ছিনু বাছা চুন চেয়েং। শেষে না কুলায় কড়ী আনিলাম চেয়ে। লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী। শেষে পাছে বল মাসী খোয়াইল কড়ী।। মাহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর। যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর২।। শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত।।

বিদ্যার রূপ বর্ণন।

পয়ার।

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।। কেবলে শরদ শশি সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।। কি ছার মিছার কাম ধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে।। কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।। কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটি২ কালকূট কম। কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্তপাঁতি তার।। দেবাসুরে সদা দন্দ সুধার লাগিয়া। ভয়ে বিধি তার মুখে থুইলা লুকাইয়া।। পদ্মযোনি পদ্ম

নালে ভাল গড়ে ছিল। ভূজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥ কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরুচূড়া ধরে। শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে ॥ নাভিকুপে যাইতে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে ॥ কত সরু ডমরু কেশরি মধ্য খান। হর গৌরী কর পদে আছে পরিমাণ ॥ কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥ মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া ২ ॥ করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু। সুবলনি শিখিবারে মানি-লেক গুরু ॥ যেজন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥ জিনিয়া হারিদ্রা চাপা সোনার বরণ। অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥ রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত। কিবলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত ॥ বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে। রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে ॥ ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে ॥ কিঞ্চিত কহিনু রূপ দেখেছি যেমন। গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন ॥ সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়। যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায় ॥ দেশে২ এই কথা লয়ে গেল দূত। আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজ-সুত ॥ ইথে বুঝি রূপসম নিরুপমা গুণে। আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে ॥ সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ। ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন ॥ বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃ-ক্রম। লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম ॥ রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে। বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে। যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত। রায় বলে কেন মাসী

Imp 4498 Dt-14/10/09

মার আমার এক মুখ। সমভাগে অর্দ্ধ ভাগে তুমি পাবে দুঃখ॥ দশ হাত তোমার আমার দুটি হাত। সমভাগে অর্দ্ধভাগে হইবে উৎপাৎ॥ শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার। এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥ উদ্ধ মুখে আগমে তোমার গুণ গাই। দুই ভুজ উদ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥ চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে। চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥ চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত। দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাত॥ এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইলা। সাক্ষি করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥ হাঁসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান। হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥ দুই জনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে। হরগৌরী এক হৈলা দুই অৰ্দ্ধঅঙ্গে॥ এই রূপে হরগৌরী করেন বিহার। গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥ আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণীঈশ্বর। রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপআদিত্য নাম, মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ। নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥ বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবির, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী। ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি, যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥ তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্ত রায়, রাজা তারে সবংশে কাটিল। তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়, জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল॥

ক্রোধ হৈল পাতসায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়, রাজা মানসিংহে পাঠাইলা। বাইশ লস্কর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে রঙ্গে, মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা॥ কেবল যমের দুত, সঙ্গে যত রজপূত, নানা জাতি মোগল পাঠান। নদী বন এড়াইয়া, নানা দেশ বেড়াইয়া, উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥ দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুন্দারে, হইয়াছে কানগোই ভার। দেখা হেতু দ্রুত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালী লয়ে, বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥ মানসিংহ বাঙ্গালার, যতং সমাচার, মজুন্দারে জিজ্ঞাসিয়া জানে। দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা, প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥ গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া, মজুন্দারে জিজ্ঞসা করিল। বিবরিয়া মজুন্দার, বিশেষ কহেন তার, যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব।

পয়ার।

বেসাতি কড়ীর লেখা বুঝ রে বাছনি। মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥ পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোটা। যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোটা॥ যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায়। এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায়॥ তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গি॥ সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ। আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥ আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥ দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। সুলভ দেখিনু হাটে

বাড়াও উৎপাত ॥ দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়। কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড় ॥ নিত্য২ মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও। এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও ॥ মালা মাঝেপত্র দিব তাহে বুঝা সুজা। বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা ॥ বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম। বিক্রমে কি ফল ক্রমে২ বুঝি ক্রম ॥ ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায়। গাঁথিনু বড়িশে মাছ আর কোথা যায় ॥ বোলে চলে গেল দিবা বিভাবরী ঘূমে। ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাথা ধুমে ॥ কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়। হরি ২ বল সবে পালা হইল সায় ॥

ত্রিপদী ॥

বলিসার, এসংসার, হয় যার অধিকার,
এক বার, ভাবে ভাব তাঁরে।
স্বভাব রোয়েছে কাছে, কিসের অভাব আছে,
ভাব ভরা ভবের ভাণ্ডারে ॥
কিবা জল, কিবা স্থল, আকাশ অনিলানল,
এ সকল প্রকৃতির খেলা।
কর্ম্ম দেখে মর্ম্ম লও, ধর্ম্মধামে স্থিত হও,
কর্ম্ম লোভে কোরোনাকো হেলা ॥
দেখিয়া এ সব কার্য্য, কিছুই না হোলো ধার্য্য,
মনোরাজ্য কত কর আর।
চিনিলেনা এই সৃষ্টি, নয়নে করিয়া দৃষ্টি,
কেবল দেখিছ অন্ধকার ॥

ভ্রমে কেন ভব ঘূরে, হইতেছ ভব ঘূরে,
ভব ঘূরে কত দূরে যাবে।
মহারত্ন নহে দূরে, তোমারি হৃদয় পুরে,
ঘরে বোসে আত্মারাম পাবে॥
আত্মাহিতে জ্ঞান লও, আত্মাতত্ত্ব পথে রও,
আত্মার আত্মীয় হও মন।
আত্মারাম, এই নাম, পড় বাবা আত্মা রাম,
আত্মাই তোমার আত্ম ধন॥
আত্মারূপে ভব ধব, দেহে বিরাজিত তব,
সে তোমার তুমি হও তার।
যেমন ফুলের বাস, ফুলেতেই করে বাস,
দেহ দেহী সে রূপ প্রকার॥
দিন যত হয় গত, মরণ নিকট তত,
স্মরণ না হয় একবার।
সার করি ভ্রান্তি ভূমি, জাগিয়া ঘুমালে তুমি,
কারে আমি জাগাইব আর॥
দেহ মাত্র বায়ু ভরা, ঘোর জরা আয়ু হরা,
প্রতিক্ষণ আয়ু বায়ু টানে।
কিসের আশ্বাস হয়, নিশ্বাস হোতেছে ক্ষয়,
বিশ্বাস কি আছে আর প্রাণে॥
যতক্ষণ বেঁচে আছ, মিছে কেন কাচ্ কাচ,
মিছে কেন আঁচ আঁচ আর।
পাঁচের অতীত যেই, আঁচের অতীত সেই,
এঁচে কর তাঁর পদ সার॥

শক্তি নাই চলিবার, বল নাই বলিবার,
ছলিবার সাদ কেন তবে।
সময়তো শেষ হয়, জগদীশ জয় জয়,
প্রেমভাবে কাব আর কবে॥
দূর করি সব দুখ, লইতে অনন্ত সুখ,
সন্তোষ সদনে যাবে যদি।
জ্ঞান তরি যত্নে লও, দিনে দিনে পার হও,
মিছে আশা কর্ম্ম নাশা নদি॥

পয়ার॥

প্রেমের শরীর যার, তার এক ভাব।
ত্রিভুবনে নাহি তার, কিছুর অভাব॥
পরমেশ প্রিয়পাত্র, পরিহৃত দোষ।
পরিতোষ পরিপূর্ণ, হৃদয়ের কোষ॥
ধনে তার কি করিবে, মনের সুসার।
বনের ভিতরে পায়, ইন্দ্রের আগার॥
সুখময় ভাব সদা, অন্তরে উদয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময়॥
অনেকেই মুখে শুধু, প্রেম প্রেম কয়।
মুখের বচন নয়, সুখের প্রণয়॥
প্রেমরূপ হেম হার, শোভে যার গলে।
তার মন, কখনো কি, অন্য রসে গলে॥
আত্মপর ভেদ নাই, সম সমুদয়।
এক ধ্যান, এক জ্ঞান, প্রভু প্রেমময়॥

স্থির ভাবে, সার রসে, মগ্ন মন যার।
প্রেমিক তারেই বলি, প্রেমিক কে আর॥
যার মনে সার প্রেম, না হয় উদয়।
তারে কি প্রেমিক বলি, প্রেমিক সে নয়॥
প্রভায় প্রদীপ্ত করে, সেই মণি, মণি।
পর উপকারে রত, সেই ধনী, ধনী॥
সুশীতল হিতকর, সেই বারি, বারি।
পতিপ্রেম পরায়ণা, সেই নারী, নারী॥
সহজে সন্তোষ মনে, সেই ধীর, ধীর।
রিপু বশ করে যেই, সেই বীর, বীর॥
অকলঙ্ক গুণময়, সেই কুল, কুল।
ভ্রমর আমোদী যাতে, সেই ফুল, ফুল॥
সুধা সম স্বাদ সার, সেই ফল, ফল।
সর্ব্বজয়ী, দৈব বল, সেই বল, বল॥
স্বভাবে সুন্দর শোভা, সেই রূপ, রূপ।
প্রজার পালনে রত, সেই ভূপ, ভূপ॥
দশ দিগে যশ ধায়, সেই যশ, যশ।
রসনা রসিক রসে, সেই রস, রস॥
দুঃখের নাহিক লেশ, সেই সুখ, সুখ।
বচনে অমৃত ক্ষরে, সেই মুখ, মুখ॥
ঈশ্বরের স্নেহ লাভ, সেই আশা, আশা
সুমধুর সত্য ভাষ, সেই ভাষা, ভাষা॥
অভিমান নাহি যাতে, সেই মান, মান।
পরব্রহ্ম গুণ গান, সেই গান, গান॥

একান্তে অচল লক্ষ্য, সেই ধ্যান, ধ্যান।
সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, সেই জ্ঞান, জ্ঞান॥
সুমতির মতে মতি, সেই মতি, মতি।
সুগতির পথে গতি, সেই গতি, গতি॥
স্বভাবে উদয় হয়, সেই ভাব, ভাব।
সুজনের স্নেহ লাভ, সেই লাভ, লাভ॥
ফুলের সৌরভ যথা, সেই বন, বন।
ধর্ম্মরূপ মহাধন, সেই ধন, ধন॥
ধর্ম্ম হেতু প্রাণপণ, সেই পণ, পণ।
প্রেমপূর্ণ আছে যার, সেই মন, মন॥
অতএব বলি ভাই, যাতে পাবে শিব।
পরব্রহ্ম প্রেমরসে, মুগ্ধ হও জীব॥

ত্রিপদী

জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।

যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ ॥
প্রসুতি তোমার যেই, তাহার প্রসুতি এই,
বসু মাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার ॥
কত শস্য ফল মূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, রক্ষতে বিপুল বসু,
বসুমতি করেন ধারণ ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরাগী করে ॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেম ভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥
ইন্দ্রের অমরাবতি, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ, উপসর্গ সার।

শিবের কৈলাস ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপে স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্ম পথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
দাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণ গান ॥
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ আশা।
যে তোমার ভালবাসা, সে হোলোনা ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভাল বাসা ॥
এবাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে, আশা রবে,
প্রাপ্ত হবে আশানাশা বাসা।

কেবা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা ।।

উৎকৃষ্ট স্থানের বিষয়।

পয়ার।

১ তব মুখে শুনি শ্রেষ্ঠ স্থানের বিষয়।
তথাকার শিশু না কি অতি সুখী হয় ।।
বলগো বলগো ওমা কোথা সেই তীর।
তত্ত্বকরি সুখী হব ফেলিব না নীর ।।
কমলা লেবুর ফুল ফুটে যেই খানে।
অথবা জোনাকী পোকা থাকে যেই স্থানে ।।
সেই বুঝি রম্যস্থান জিজ্ঞাসি জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমনি ।।

২ তবে বুঝি যে ভূমিতে তালগাছ হয়।
তপনের তাপে যথা খর্জ্জুর পাকয় ।।
অথবা হরিতবর্ণ দ্বীপ যে সাগরে।
সুগন্ধি পুষ্পের বনে সুবাতাস করে ।।
নানা পক্ষীসুন্দর বিচিত্র পাখা ধরি।
বিভূষিত বিবিধ বর্ণেতে শোভাকারী ।।
মনোহর স্থান সেই বলিগো জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমনি ।।

৩ পূর্ব্বমত কোনখণ্ডে এ দেশ কি হয়।
স্বর্ণময় বালুকায় নদী ধারা বয় ।।

যথা পদ্মরাগ মণি অতি দীপ্তিকরে।
হীরক স্বলয়ে যথা আকর ভিতরে॥
নদীর তীরস্থ ভূমি পুর্ণ প্রবালেতে।
মুকুতার ছটা শোভে তাহার মধ্যেতে।
সেই কি উৎকৃষ্ট স্থান বলিগ জননি।
তথায় তথায় নহে অরে যাদুমণি॥

৪ চক্ষু নাহি দেখে তাহা শুন প্রাণ ধন।
শ্রবণ না করে কভু সে গীত শুবন॥
স্বপন অশক্ত তার ছবি লিখিবারে।
শোক মৃত্যু তথায় প্রবেশ নাহি করে॥
অমীলিন্ঠ মুকুল নিয়ত হয় যথা।
কালের কুটিস কর নাহি যায় তথা॥
ঘন স্থানাভাব যথা সমাজ না শুনি।
তথায় তথায় হয় অরে যাদুমণি॥

ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক গীত।

পয়ার।

উর্দ্ধদেশে সুবিস্তৃত গগণ মণ্ডল।
মহাদীর্ঘ নীলবর্ণ আশ্চর্য্য সকল॥
স্বর্গোপরে শোভা করে তারাগণ ভাস।
বিশ্ব রচকের গুণ করয়ে প্রকাশ॥
ভ্রান্তিহীন দিন দিন দিনেশ তপন।
আদ্যোপান্ত দেশ সব করয়ে ভ্রমণ॥

সর্ব্বদেশে সর্ব্বদিকে তাহার সুভাস।
সর্ব্ব নিয়ন্তার শক্তি করয়ে প্রকাশ॥
সিন্ধুজলে দিবাকর করিলে প্রবেশ।
সন্ধ্যাকালে নিশানাথ ধরিয়া সুবেশ॥
নিজ জন্ম বিবরণ আশ্চর্য্য কথন।
ভূমিস্থ সমস্ত জীবে করান শ্রবণ॥
গ্রহগণ নিজ পথে করিয়া ভ্রমণ।
তারাবৃন্দ চন্দ্রে বেড়ি প্রকাশি কিরণ॥
পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদেশ।
সাক্ষ্য দেয় ঈশ্বরের মহিমা অশেষ॥
পৃথিবী বেড়ি গ্রহ শশী আদিত্য নক্ষত্র।
নিতান্ত নীরবে যদি ভ্রমিছে সর্ব্বত্র॥
শব্দ মাত্র কদাচিৎ না হয় শ্রবণ।
যদবধি তাহাদের হয়্যাছে সৃজন॥
তবু জ্ঞানবান তাদের সুস্পষ্ট বচন।
জ্ঞান কর্ণে করে পান করিয়া মনন॥
চিরকাল এই বাক্য ভুবনে বিদিত।
বিশ্বনাথ বিশ্ব করেছেন বিরচিত॥

বহুরূপির গল্প।

পয়ার।

দেখি সদা অহং জ্ঞানি তত্ত্ব হীন নর।
বাচাল নির্ব্বোধ বাদ করণে তৎপর॥
সংসারের গতি প্রতি নাহি কিছু বোধ।
নয়ন নিকট স্তম্ভ তাহে দৃষ্টি রোধ॥

তথাপি বাক্যেতে পটু গর্ব্ব অতিশয়।
দেখিয়াছে যেন ধরাতল সমুদয়॥
ব্যাপকতা হয় তাঁর প্রাপ্ত দশগুণ।
যদ্যপি ভ্রমণ করি দেশে আসে পুনঃ॥
তার কাছে যদি কিছু করহ প্রসঙ্গ।
তখনি ভ্রামক ভ্রান্ত দেয় তাহে ভঙ্গ॥
কহে "মহাশয় সব করহ শ্রবণ;
দেখিয়াছি চক্ষে আমি করি দরশন"
মনে ২ করে সেই বাঞ্ছা এই মত।
সমক্ষে স্বীকার কর কথা কহে যত॥
এইরূপ প্রবাসি পথিক দুই জন।
ভ্রমণ করিতেছিল আরবের বন॥
মিত্রভাবে ভ্রমিতে ২ যায় যত।
নানা বাঁধে নানা ছাঁদে গল্প ফাঁদে কত॥
পরে আরম্ভিল বহুরূপির বিষয়।
আকৃতি প্রকৃতি তার কি প্রকার হয়॥
এক জন বলে "এই পশু অপরূপ।
দিবাকর করতলে না দেখি এরূপ॥
সরট শরীর সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায়।
মীন তুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায়॥
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয়।
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চতেতে রয়॥
মন্দ ২ গতি অতি সুন্দর বরণ।
কে করেছে হেন নীলবর্ণ বিলোকন"॥

আর জন বলে "বল কেন নীল কায়।
দুর্ব্বাদল শ্যাম রূপ দেখিয়াছি তায়॥
ভৃণ্ভৃগ করিয়া আছে দেখিলাম তারে।
তপনের তাপে তনু তপ্ত করিবারে॥
বিশ্রাম করিতেছিল করিয়া শয়ন।
খেতে ছিল সমীরণ আহার কারণ"॥
"সমভাবে উভয়ে হেরেছি রূপ তার।
অবশ্যই নীলবর্ণ কব পুনর্ব্বার॥
দেখিয়াছি তার প্রতি করি নিরীক্ষণ।
বৃক্ষের শীতল ছায়ে করেছে শয়ন"॥
"সবুজ সবুজ ইহা দেখেছি নিশ্চয়"।
সবুজ কেমনে?" ক্রোধে আর জন কয়॥
"কেন ভাই আমার কি চক্ষু নাই তবে"।
বন্ধু কন "তাহে বড় ক্ষতি নাহি হবে॥
নয়ন না করে যদি দর্শনের ক্রিয়া।
মিছা তবে কি করিবে সেই আঁখি নিয়া"॥
এরূপ বিবাদে ঘোর বিপদ উদয়।
মুখোমুখি ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয়॥
হেন কালে এক জন আইল তথায়।
বিবাদের বিবরণ বলিলেক তায়॥
দোঁহে কহে "বল যদি জন মহাশয়।
বহুরূপী শ্যামল কি নীলবর্ণ হয়"॥
মধ্যস্থ বলেন "কর দ্বন্দ্ব পরিহার।
শ্যাম কিম্বা নীল বর্ণ কিছু নহে তার॥

গত রাত্রে এই জন্তু রাখিয়াছি ধরে।
দীপ অগ্রে দেখিয়াছি স্থির দৃষ্টি করে॥
শিলাসম অতিশয় অসিত বরণ।
চমৎকৃত হও? কর নিরীক্ষণ॥
এখনি দেখাব তারে করিয়া বাহির"।
বাদি কহে "প্রাণপণ নীলবর্ণ স্থির"॥
প্রতিবাদী কহে "কহি করিয়া শপথ।
শ্যাম বর্ণ হবে তার নহে অন্যমত"॥
মধ্যস্থ বলেন "ভাই শুন বন্ধুগণ।
এই দণ্ডে করি দেখ সন্দেহ ভঞ্জন॥
যদ্যপি না হয় তার তিমির বরণ।
ক্ষণমাত্রে আমি তারে করিব ভক্ষণ"॥
এই কথা কহি পশু করিল বাহির।
সবে দেখে চমৎকার ধবল শরীর॥
লজ্জিত মধ্যস্থ নিজে মৌনী বাদি দ্বয়।
এমন সময় সেই বহু রূপী কয়॥
কথনের শক্তি তদা প্রথম পাইল।
"শুন বৎসগণ বলি কহিতে লাগিল॥
তোমাদের সকলের ভিন্ন২ কথা।
সত্য মিথ্যা দুই হয় নাহিক অন্যথা॥
কোন বস্তু দেখে তার ব্যাখ্যান সময়।
মনে জেনো অনেকের দৃষ্টি তাহা হয়॥
অতএব মনে কিছু না ভাব বিচিত্র।
সবে ভাবে আপনার নয়ন পবিত্র"॥

বার মাস বর্ণন।

পয়ার।

বৈশাখে এদেশে বড় সুখের সময়। নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥ বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে। কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম এ দেশে বিস্তর। সুধা ছাড়ি খেতে আসা করে পুরন্দর॥ মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া। নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥ আষাড়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন। বিয়োগির সম সংযোগের প্রাণধন॥ ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে। জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥ শ্রাবণে রজনি দিনে এক উপক্রম। কমলকুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥ ঝঞ্ঝ-নার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকি। দেখিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি॥ ভাদ্রমাসে দেখিবে জলের পরিপাটি। কেশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি॥ ঘরঘরী জলের বায়ুর থরথরি। শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥ আশ্বিনে এ দেশে দুর্গপ্রতিমা প্রচার। কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥ নদে শান্তিপুর হৈতে খেড় আনাইব। নূতন২ ঠাটে খেঁড় শুনা-ইব॥ কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা। দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥ ক্রমে২ হইবেক হিমের প্রকাশ। সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রস॥ অতিবড় উগ্র অগ্রহা-য়ণে নীহার। শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥ নুতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ। সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়। দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥ সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষ।